R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গোহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

৬২শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে মাঘ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

মহাজনী ঋণের অন্তরায় গভীর নলকূপ, প্রয়োজন শোষণ মুক্তির

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি : ধরুন একজন ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষীর বছরে খোরাক লাগে ৬০ মণ ধান। সে উৎপন্ন করে ১০ মণ। বাকী ২০ মণ ধানের জন্য ধরনা দিতে হয় মহাজনের দুয়ারে। চড়া সুদে সেই ধার শোধ দিতে পরের বছর তার কি হাল হয় বুঝুন। এক্ষেত্রে গ্রামীণ ঋণ মকুব আইন মহাজনের কাছে হাত না পাতার সংস্থান করতে পারবে না, যতদিন না কৃষিকাজে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে গ্রামীণ অর্থ-নৈতিক কাঠামো ঢেলে সাজানো হবে।

সম্প্রতি এই ব্লকের কয়েকটি গ্রাম ঘুরে গ্রামীণ ঋণ মকুব আইনের চেয়েও গভীর নলকূপের জল মহাজনী কারবারে কিভাবে গভীর দাগ কেটেছে তা দেখে এসেছি। দেখেছি সেই জল তিনবার ফসল ফলাতে সাহায্য করছে। একটি গ্রামে এরকম ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষী ১০ মণের জায়গায় সহজেই ৩০ মণ ফসল উৎপন্ন করছে। মহাজনের দুয়ারে ঘাটতি পূরণের জন্য আর ধার করতে যেতে হচ্ছে না। মহাজনরা কিন্তু গভীর নলকূপের জলকে স্বাগত জানাচ্ছেন না।

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্রামীণ ঋণ মকুব সম্পর্কে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই

পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষ্য করেছেন, পল্লী এলাকার কোনও কোনও মহলে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে সরকার এবং ব্যাংক ও সমবায় সংস্থাসমূহ প্রদত্ত ঋণ বুঝি মকুব হয়ে গেছে। ধারণাটি ঠিক নয়। আসলে সরকার গ্রামীণ ঋণ মকুবের যে সুযোগ এনে দিয়েছেন, তা শুধু ব্যক্তিগত ঋণদাতা অর্থাৎ মহাজন-দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কাজেই ঋণ মকুব নিয়ে বিভ্রান্তির কোনও অবকাশ নেই।

নিউজ ব্যুরো

জলন্ধরে ঝর্ণা দাস আবার সোনা জিতেছে

মির্জাপুর, ৯ ফেব্রুয়ারী—জলন্ধরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতি-যোগিতায় মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের সদস্যা ঝর্ণা দাস ডিসকাস ও শটপাট নিক্ষেপে প্রথম স্থান অধিকার করে দুটি স্বর্ণ-পদক লাভ করেছে। স্বর্ণপদক ছাড়াও ব্যক্তিগত চ্যামপিয়ানশিপ লাভ করে একটি বিশেষ পদক, অলিম্পিক বিজয়ী পাঞ্জাবের মিলখা সিং ও ভারতবর্ষের অন্যতম কুস্তিগীর দারা সিং-এর আশীর্বাদ এবং পাঞ্জাব সরকারের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়ে গত মঙ্গলবার সে বাড়ী ফিরে এসেছে। ইতিপূর্বে আসামের জোড়হাটেও সোনা জিতে ঝর্ণা পশ্চিমবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করেছিল।

সেনসার ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হবে না : তথ্যমন্ত্রী

সম্প্রতি বাঁকুড়া শহরে অনুষ্ঠিত মেদিনীপুর-বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আঞ্চলিক সাংবাদিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্য তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সংবাদপত্রসমূহ বিশ দফা কর্মসূচীর রূপায়ণে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন, তাঁদের চিন্তাধারা দেশের বিশৃঙ্খলাকে দূরীভূত করে জাতিকে গঠনমূলক কাজে বিভিন্ন উন্নয়নে উদ্‌বুদ্ধ করবে, এটাই সরকারের কাম্য। বিশেষ করে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলিই পল্লী অঞ্চলকে গঠন করতে পারেন। দেশ বলতে গ্রামাঞ্চলকেই বুঝায়। দেশের প্রকৃত উন্নয়ন বলতে পল্লীগ্রামের উন্নয়ন। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত মফঃস্বল সংবাদপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। একজন প্রকৃত সম্পাদক একজন মন্ত্রী হতে কয়েক গুণ শক্তিশালী। তাই তাঁদের কাছে আবেদন আমাদের কর্ম্মসূচীকে সফল করবার জন্য তাঁরা সকল শক্তি নিয়োগ করুন। সেনসর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনাবশ্যকভাবে হয়রান করা বা কণ্ঠরোধ করা সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। জেলার কর্তৃপক্ষ আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবেন। কোন বিষয়ে অসুবিধা হলে সরাসরি আমায় জানাবেন। মফঃস্বল সংবাদপত্রের উন্নয়ন বিষয়ে তিনি বলেন, সরকার ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে ক্ষুদ্র সংবাদপত্র উন্নয়ন বোর্ড গঠন করতে মনস্থ করেছেন। সংবাদটি পরিবেশন করেছেন বর্ধমানের দামোদর পত্রিকার গোষ্ঠী প্রতিবেদক।

জেলা যুব কংগ্রেস কমিটি বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ ফেব্রুয়ারী—নবগঠিত প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি বারিদবরণ দাস পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার সাথে মুর্শিদাবাদ জেলা যুব কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিয়ে তুষার নাগকে আহ্বায়ক কোরে একটি অস্থায়ী কমিটি ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার ফলে পুনর্গঠিত জেলা যুব কংগ্রেস কমিটি নিয়ে জল্পনাকল্পনার সাময়িক অবসান ঘটলো। প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সদস্যদের বৈঠকে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জেলার জনৈক যুবনেতা জানিয়েছেন, পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে।

দ্বিতীয় কৃষিমেলা হরিণঘাটায়

আগামী ২৬—২৯ ফেব্রুয়ারী বিধানচন্দ্র কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় কৃষিমেলা অনুষ্ঠিত হবে হরিণঘাটা চত্বরে। এই কৃষিমেলায় মূলতঃ কম উৎপাদন খরচে চাষীদের আয় বাড়ানো সম্পর্কে আলোচনা হবে। যোগদানেচ্ছু ও প্রগতিশীল চাষীদের এই মেলায় যোগ দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আর দেরী করবেন না। বিনা মূল্যে
একটা টাইমষ্টার হাতঘড়ি, যার বাজার দাম ১৫০/১৬০ টাকা।
গোদরেজ ফ্রিজ ও ভোল্ট ষ্টেবিলাইজার এক সঙ্গে কিনলে তার সঙ্গে পাচ্ছেন একটা আপনার পছন্দমত টাইমষ্টার হাতঘড়ি।
এ সুযোগ মাত্র ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ পর্যন্ত, সীমিত ষ্টক আসন্ন বাজেটের পূর্ব্বে কিনুন!
ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
পোঃ বোলপুর, ফোন ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে মাঘ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

'আসে বসন্ত.....'

সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কারে বসন্তের আগমনী ঘোষিত হইয়াছে। কুঞ্জে কুঞ্জে প্রস্ফুটিত পুষ্পমঞ্জুরী। আম-লিচুর মুকুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস হইতেছে মধুময়। উত্তরের বাতাসে শৈত্যের তীব্রতা কমিয়াছে। জরামুক্ত প্রকৃতি নব যৌবন লাভ করিয়া আনন্দ হিল্লোল জাগাইয়াছে। তবু পরিপূর্ণ আনন্দের অবকাশ কই?

'একে একে নিভিছে দেউটি'। আমাদের ছাড়িয়া গেলেন ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ। আলোছায়ার জগৎকে অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। প্রয়াত হইলেন আরো অনেকে। লেখক রঞ্জন, সাংবাদিক নিরঞ্জন মজুমদার, সুরকার শচীনদেব বর্ম্মন—সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীত জগতের এক এক দিক্‌পাল। বহুজনের শেষ নিঃশ্বাসে অন্ধকার চাস-নালার খনি-গহ্বর হইল আরো অন্ধকার। মাটির পৃথিবীতে একে একে নরকঙ্কাল আনা হইতেছে। একদিকে সুতীব্র শোক। অন্যদিকে অসহায় পরিবারগুলিকে রক্ষা করিবার আন্তরিক বিপুল প্রয়াস।

তবু ইহারই মাঝে প্রকৃতিতে ধ্বনিত হইতেছে নূতন বৎসরের দূরাগত পদধ্বনি। নূতন আশা, নূতন আলোক রশ্মি স্পর্শ করিতেছে মানুষের অন্তরাত্মাকে। আমরা চির আশাবাদী। জানি পুরাতনের মহান্ ঐতিহ্যের উপরেই নূতনের সফল অভিযান শুরু হইবে। দুঃখের তমিসা বিদূরিত করিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিবে নবীন আনন্দের উজ্জ্বল রশ্মিরেখা।

কবি বিষ্ণু সরস্বতী ও মণীশ ঘটকের জন্মোৎসব

৬ ফেব্রুয়ারী কবি বিষ্ণু সরস্বতীর জন্মোৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় শিয়ালদহে, কবির বাসভবনে। পণ্ডিচেরী থেকে কবির জন্মোৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডঃ বাসন্তী চৌধুরী, ডঃ উমা রায়, ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমিয় হাটি, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, কবিকঙ্কন হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। জঙ্গিপুরবাসী তাঁদের প্রিয় কবির দীর্ঘজীবন কামনা করছেন।

১০ ফেব্রুয়ারী বহরমপুর ভ্রাতৃ সংঘ ক্লাবে কবি মণীশ ঘটকের (যুবনাশ্ব) ৭৫তম জন্ম-জয়ন্তী পালিত হয় সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন প্রবীণ অধ্যাপক রেজাউল করীম। কবির লেখনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ গুণময় মান্না। অসুস্থ কবি নিজে এবং গুণমুগ্ধ অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাগুরুর শৃঙ্খলাবোধ

বিশেষ প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জানুয়ারীর গোড়াতে শিক্ষা অধিকর্তার দফতর থেকে একটি সার্কুলার প্রেরিত হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি জেলায়। এ ধরনের বিষয়বস্তু 'বক্ষে ধরি' নির্দেশনামা প্রেরিত হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার ২৩০০টি বিদ্যালয়ে জেলা পরিদর্শকের তরফ থেকে এবং এর ফলে পূর্ব্বে প্রচারিত নির্দেশনামা বাতিলযোগ্য। দশ দফা বিষয় সূচীর অন্যতম হলো—নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ের কাজে অবশ্য যোগদান। এবং বন্ধ হবার পূর্ব্বে বিদ্যালয় পরিত্যাগ না করা। সকলের জ্ঞাতার্থে বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনার সময়ও জানানো হয়েছে। সকাল বেলায় ছটা থেকে দশটা অথবা সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে দশটা, আধ ঘণ্টা বিরতি হ। দুপুর বেলায় সাড়ে দশটা থেকে বিকেল ৩টা অথবা এগারোটা থেকে সাড়ে তিনটে আধ ঘণ্টা বিরতিসহ। শনিবার আড়াই ঘণ্টার কাজ বিরতিছাড়া শিক্ষাগুরুগণ নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়ে নিয়মিত শ্রেণীর কাজ সম্পন্ন করবেন যাতে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর বছরের নির্দ্ধারিত পাঠ সময়মত সম্পূর্ণ হয়।

নির্দ্ধারিত সময়ের পনেরো মিনিটেরও পরে যাঁরা কাজে যোগদান করবেন তাঁদের তিনদিনে একদিন 'ক্যাজুয়াল লিভ' অবশ্যই কর্ত্তনযোগ্য। যাঁরা অনন্যোপায় অবস্থায় দূর থেকে ট্রেণে অথবা বাসে আসা যাওয়া করেন, বাস অথবা ট্রেণ বাতিলের ফলে তাঁদের বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান বিলম্বে ঘটলেও 'সময়োচিত' বলে গণ্য করা হবে, অবশ্য এই বিলম্বের সমর্থনে রেল অথবা বাস কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে সংগৃহীত সার্টিফিকেট দাখিল অবশ্য পালনীয়।

ধন্বন্তরি স্বপ্ন পুরাণ

(ঘটনাস্থল হতে প্রত্যাগত আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি)

সামসেরগঞ্জ ব্লকের লোহরপুর গ্রাম লাগা পদ্মাপারের তিন বিঘে চড়ায়, যেখানে ধন্বন্তরি বড়ি পাওয়া যাচ্ছে, গিয়েছিলাম গেল বুধবার। উদ্দেশ্য ছিল না বড়ি সেবনের, ইচ্ছে ছিল সেই ভদ্রমহিলা সন্দর্শনের—যিনি স্বপ্নে এই ওষুধ প্রচারের আদেশ পেয়েছিলেন। দেখা পাইনি তাঁর। কেউ সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর হদিস দিতে পারেননি। অথচ জনারন্যে গুজব ছড়িয়েছে, স্বপ্নে পাওয়া বড়ি খেয়ে সেই ভদ্রমহিলা পেটের রোগ থেকে দ্রুত আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু প্রচার না করার অপরাধে তিনি নাকি বাকশক্তি হারান। পুনশ্চ স্বপ্নাদেশ পেয়ে জায়গাটি ইশারায় গ্রামবাসীদের দেখিয়ে দেওয়ার পর তিনি বাকশক্তি ফিরে পান। আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত খবরটি ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন প্রান্তে।

স্বপ্নে ওষুধ পাওয়ার ঘটনা মাঝে মধ্যেই ঘটে থাকে। শুনেছি, আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের গিরিয়ায় গঙ্গা বা পদ্মায় স্নান করলে চোখের অসুখ সেরে যাবে বলে গুজব রটে। সেই গুজবের পেছনেও সক্রিয়ভাবে কাজ করে একটি স্বপ্নাদেশ যার সারমর্ম ছিল, মাদার রঘুনাথজী গিরিয়ায় অবস্থান করছেন। তাঁর অবস্থানকালে গঙ্গাস্নান করলে সব রোগ, বিশেষ করে চোখের রোগ যাবে সেরে। সারা ভারতবর্ষে সেই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। দিল্লী, মীরাট, বেনারস, এলাহাবাদসহ ভারতের নানা জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক সে বছর স্নান করার জন্য এসেছিলেন গিরিয়ায়। ট্রেণে জায়গা পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। মওকা বুঝে অনেকেই কিঞ্চিৎ রোজগারের পথ করে নিয়েছিলেন। একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কেউ ভালো হয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি। তবে সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রামের এক ব্রাহ্মণীর কথা জানা গিয়েছে যিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রায়ই গিরিয়ায় স্নান করতে আসতেন। বছর দুয়েক হল তিনি মারা গেছেন।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম ব্লকের সাঁকোরঘাটে স্নান করলে যাবতীয় ব্যাধি দূর হবে বলে আরও একবার গুজব রটেছিল। সেবার সেখানেও প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। মাত্র দু'বছর আগে স্বপ্নে পাওয়া অলৌকিক রুটির উপাখ্যান এখনও পুরনো হয়নি। সেই রুটি আবার একটা করে নতুন বাচ্চা রুটির জন্মও দিত। রুটি ধোয়া জল সেবনকারীদের অনেকে স্বচক্ষে দেখেছেন হয়তো।

৩৪নং জাতীয় সড়কের বহরমপুর—ফরাক্কা রুটে বাসুদেবপুর ও ধুলিয়ানের মাঝে লোহরপুর গ্রামে (ষ্টপেজের নাম কাঁকুড়িয়া) অলৌকিক বড়ি প্রাপ্তির খবর গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশের পর অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, সেই বড়ি খেয়ে কেউ ভালো হয়েছেন কি না, স্বচক্ষে দেখেছি কি না, বিশ্বাস করি কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। বড়ি খেয়ে কেউ ভালো হয়েছেন কি না তা বলতে পারবো না। কারণ নিজের চোখে কাউকে ভালো হতে দেখিনি। বড়ি নিতে এসেছিলেন এমন কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁরা নিজেদের কথা বলতে পারেননি। বলেছেন অন্যের কথা যাঁরা নাকি এই বড়ি খেয়ে পেটের অসুখ থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। আবার পরিচিত দু'জনের কথা জানি যাঁরা বড়ি খেয়ে কোন ফল পাননি। বড়ি দেখেছি। দেখতে পলিমাটির মত, নানা রকমের। অঘটনস্থল খুঁড়লে মাটির চইয়ের ভেতর থেকে বেরোচ্ছে। তাই নেওয়ার জন্য হাজার হাজার রোগী জড় হয়েছেন সেখানে। পাটনা থেকেও অনেকে এসেছেন। মোটর বাইক, অ্যাম-ব্যাসাডার, ঘোড়ার গাড়ী, সাইকেল, বাসযাত্রী ও পদযাত্রীদের ভিড়ে জায়গাটা গমগম করছে। রীতিমত মেলা বসে গিয়েছে। টমটম পাওয়া ভার। তারা এই 'সিজনে' রোজ তারিখে কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকা রোজগার করছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা পাঁচ পয়সা করে বড়ির দাম নিচ্ছে।

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মধ্যযুগীয় জমিদারী অত্যাচার

জঙ্গিপুর, ৭ ফেব্রুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের তেঘরী গ্রামের তিন চারটি পদ্মা ভাঙ্গনে উদ্বাস্তু পরিবার পাকা সড়কের ধারে বাড়ী তৈরী করে বাস করছিল। গত ১৪ জানুয়ারী পূর্ত বিভাগের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার সরকারী নির্দ্দেশ পেয়ে তারা কাছাকাছি একটি খাস জমিতে ঘর তৈরী করে বসবাস করতে থাকে। জানা যায়, তৎকালীন জমিদার তনয় (বর্তমানে জোতদার) এর আদেশে দশ পনের জন পাইক গিয়ে ওই সমস্ত ঘরে আগুন দিয়ে দেয়। প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে উদ্বাস্তু পরিবার কটি বাঁচে। কিন্তু গরীবের সম্বল যা কিছু ছিল, সমস্তই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুলিশী তদন্ত চলছে বলে প্রকাশ।

অন্ধকারে আলো

যে সমস্ত গ্রামে অথবা গ্রাম থেকে এক মাইলের মধ্যে কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই মুর্শিদাবাদ জেলার সে রকম ২৩টি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। চলতি মাসের পয়লা তারিখে বহরমপুর সার্কিট হাউসে রাজ্য কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় স্থির হয় যে, দ্রুত খাদ্য উৎপাদন কর্ম্মসূচীকে আরও জোরদার করার জন্য এ বছর জেলায় মোট ৮২৫টি অগভীর নলকূপ এবং ২৬টি জয়ন্তী গ্রামের প্রত্যেকটিতে পানীয় জলের জন্য একটি করে নলকূপ বসানো হবে।

স্বেচ্ছায় বিক্রয়লব্ধ ধানের টাকা স্কুলের উন্নয়নে ঃ সম্প্রতি কৃষিমন্ত্রী খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নবগ্রাম থানার বড়বাথান, পলষণ্ডা, নবগ্রাম, সিঙ্গার ও পাঁচগ্রাম সফর করেন। স্বেচ্ছা বিক্রী খাতে সেখানকার উৎপাদকরা ১৫৩১ কুঃ ধান তাঁর উপস্থিতিতে ওই দিন বিক্রী করেন। তবে বদান্যতা দেখান মোমিনাবাদ, খোজারডাঙ্গা, ইটরাসল, নবগ্রাম ও কানফলার চাষীরা। তাঁরা স্বেচ্ছায় বিক্রয়লব্ধ ধানের টাকা নবগ্রাম স্কুলের উন্নয়নের জন্য দান করেন। সংবাদগুলি জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর সূত্রের।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান : স্থানীয় ইলেভেন ষ্টারস অ্যাথলেটিক ক্লাব এখানে মুর্শিদাবাদ জেলাব্যাপী যে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন তার সমাপ্তি ঘটলো গত ৩০ জানুয়ারী ফাইনাল খেলার মাধ্যমে। এই খেলায় চমকপ্রদ খেলে বহরমপুরের দুই কিশোর জুটি মানস দাস ও সুখময় ঘোষ স্থানীয় জুটি অচিন্ত্যকুমার দাস ও সীতানাথ সিংকে পরাজিত করে ফাইনালে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করলেন। খেলাটি অনুষ্ঠিত হল শিউবক্স মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড এর পতাকাতলে।

নিজস্ব সংবাদদাতার খবর : পয়লা ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ শহরের ম্যাকেনজি ময়দানে অনুষ্ঠিত জঙ্গিপুর মহকুমা ব্লক ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চামপিয়ান হয় রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক। প্রতিযোগিতায় মহকুমার ৭টি ব্লক ও দুটি পুরসভা অংশ নেয়।

২ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জের পূর্বতন ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের সাংস্কৃতিক উৎসবে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে বুলবুল হাজরা, মহুয়া দাশগুপ্ত ও পার্থসারথি রায়-চৌধুরী।

জঙ্গিপুর মহকুমার উপযুক্ত ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ৮ ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা আন্তঃ বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বলে মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থা সূত্রের খবর প্রকাশ।

গাড়ীঘাটে নৌকাডুবি

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারী—গত পরশু স্থানীয় গাড়ীঘাটে একটি ফেরী নৌকো ডুবে যায় বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রাণহানির কোন খবর নাই।

জয় ছাত্রপরিষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্রপরিষদ প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৬২টি আসনেই জয়লাভ করেছে। খবরটি জানিয়েছেন জনৈক মুখপাত্র।

সারস্বত উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ ফেব্রুয়ারী আজ নবগ্রাম ব্লকের গুড়া-পাশলা এস কে শিক্ষানিকেতনের সারস্বত উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক ও সাহিত্যিক নুরুল ইসলাম মোল্লা। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রতিনিধি বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। নুরুলবাবু অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয়ের কর্ম্মশিক্ষা প্রকল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

এবার পূজোর আগের দিন বৃষ্টি হওয়ায় সরস্বতী পূজোর আমেজ নষ্ট হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে অধিকাংশ ছোট সাইজের প্রতিমা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাইকের অত্যাচার ছিল না বল্লেই চলে। প্রত্যেক বছরের মত এবারও বিবেকানন্দ ও টাউন ক্লাবের কিছু বৈচিত্র্য ও মনোজ্ঞ প্রদর্শনী ভোলার নয়। টাউন ক্লাবে এবার কাঠের গুঁড়োর প্রতিমা হয়েছিল।

৫ জনের পুলিশ পদক লাভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর : এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে মুর্শিদাবাদ জেলার একজন সাব-ইনস্পেকটর ও চারজন কনসটেবল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখারজি পদক লাভ করেছেন। এঁরা হলেন : কে সি চক্রবর্তী—মুর্শিদাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, সুতী থানার পারুলিয়া গ্রামের অজয়কুমার দাস (মরণোত্তর) এবং মুর্শিদাবাদ থানার অধীন চণ্ডীতলা ফাঁড়ির দুর্গাপদ ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ পাল ও হরিপদ দাস।

পীয়ারলেসের প্রকাশ্য সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : সম্প্রতি জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসায় পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানীর পরিকল্পনা প্রচারকল্পে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সেখ শাহাদত হোসেনের সভাপতিত্বে। সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জঙ্গিপুর পুরসভার উপ-পুরপতি শামমহম্মদ বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন কোম্পানীর স্পেশাল অরগানাইজার হেমন্তকুমার বাগচী, ইনসপেকটর কে পি চক্রবর্তী এবং সিনিয়র ইনসপেকটর অশোকবরণ চৌধুরী। সভায় জানা যায় যে, প্রায় এক লক্ষ লোকের রোজগারের ব্যবস্থা পিয়ারলেস কোম্পানী করে দিয়েছে।

পুরসভার বুকে ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : সশস্ত্র একদল ডাকাত ২৪ জানুয়ারা রাত্রে জঙ্গিপুর পুরসভার অন্তর্গত নতুন জয়রামপুর গ্রামের মহঃ গিয়াসুদ্দিনের বাড়ীতে হানা দেয়। তারা গৃহস্বামীকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে এবং বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যাবার আগে ৭ ভরি সোনা ও ৫০ ভরি রূপার গয়না, ১৫০০ টাকা নগদ এবং প্রায় ২০ কেজি কাঁসা-পেতলের বাসন লুঠ করে।

খেতে ভাল ★রেখা বিড়ি
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
ফোন—২৩
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেণ্টস্ এণ্ড
কমিশন এজেণ্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

সকল প্রকার
ঔষধের জন্য
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং : আর ,জি, জি ১৯

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

অরঙ্গাবাদে মুন্সীর হাতে শ্রমিক নেতা প্রহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারী—আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ বেলাল হোসেন এক বিবৃতিতে অরঙ্গাবাদের বিড়ি মুন্সী ইদ্রিশ আহম্মদ কর্তৃক সুতী দু'নম্বর ব্লক কংগ্রেস ও মহকুমা বিড়ি ইউনিয়নের সদস্য, শ্রমিক নেতা মোঃ খুরসেদ আলি প্রহৃত হওয়ার ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। বিবৃতিতে প্রকাশ, গত ২৯ জানুয়ারী ইদ্রিশ আহম্মদ সশস্ত্র অবস্থায় দলবল নিয়ে খুরসেদ আলিকে একটি দোকানে আক্রমণ করেন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুরসেদ আলিকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রয়োজন শোষণ মুক্তির

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রমাদ গণে নানাভাবে তাঁরা এই জল সেচে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি সাগরদীঘি ব্লক পারুলিয়ায় এ রকম একটি ঘটনার মূলোচ্ছেদ করেছেন গোড়াতেই।

এই ব্লকে ৯টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। একটি বসানো সম্ভব হয়নি প্রতিকূল জল অথবা মাটি স্তরের জন্য। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে নানা কারণে। বৈদ্যুতিক তার ও ট্রান্সফরমা চুরি, বৈদ্যুতিক সংযোগের অভাব, পাইপ লাইনের অভাব অন্যতম। মহাজনী ঋণ গ্রহণে পরোক্ষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অবিলম্বে অকেজো গভীর নলকূপগুলি চালু করা দরকার।

মহাজনী ঋণ চাষীদের কত ক্ষতি করতে পারে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক আদিবাসীর জমি আছে ৩ বিঘা। ১৩ বছর আগে সে মহাজনের কাছ থেকে তার চাহিদা মেটাবার জন্য ধার নিয়েছিল ৩ মণ ধান। দেখা গেল ১৩ বছর পরও সে মহাজনের কাছে ৩ মণ ধানের দেনা শোধ করতে পারলো না। কারণ চড়া সুদ। সুদ শোধ হয়েছে, আসল থেকেই গিয়েছে। গ্রামবাঙলায় মহাজনী শোষণের এ ধরনের উদাহরণ ভূরি ভূরি। প্রায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর ঘরে ঘরে। আজ মহাজনদের কবল থেকে এদের উদ্ধারের সময় এসেছে। এর জন্য কেবলমাত্র গ্রামীণ ঋণ মকুব আইন চালু করে বসে থাকলে চলবে না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে গ্রামবাঙলার ক্ষেত-খামারে।

ইঞ্জিন ও পাম্প বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় ৫ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট একটি কির্লোস্কার পাম্পসেট এবং একটি ১৮/২৬ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ব্ল্যাক ষ্টোন ইঞ্জিন বিক্রয় আছে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ— বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, গ্রাম ও পোঃ তাঁতিবিরল, জেলা মুর্শিদাবাদ।

শিক্ষক আবশ্যক

মেঘা-শিহাড়া হাই স্কুলের জন্য একজন ইংরেজীতে এম, এ অথবা অনার্স ও একজন এম, এস সি অথবা অনার্স (Math.) শিক্ষক আবশ্যক। ২১-২-৭৬ তারিখের মধ্যে সম্পাদক— মেঘা-শিহাড়া হাই স্কুল, পোঃ দোহাল ডাঙ্গাপাড়া, মুর্শিদাবাদ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শিক্ষিকা চাই

(Class VII-VIII প্রস্তাবিত) মির্জাপু বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ১ জন B. Sc. (বায়ো), ১ জন B. A. পাস, (B. T. অগ্রগণ্য) শিক্ষিকা চাই। ২১-২-৭৬ তারিখের মধ্যে আবেদন পৌঁছানো চাই। প্রার্থীগণকে ২২-২-৭৬ বেলা ১২টায় সাক্ষাৎকারের জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সম্পাদক,
মির্জাপুর বালিকা বিদ্যালয়
পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ

ধন্বন্তরি স্বপ্ন পুরাণ

[২য় পৃষ্ঠার পর]

এ সব গুজবের সত্যি-মিথ্যে যাচাই করা মুশকিল। যেমন মুশকিল বিশ্বাস করা ভূতে অথবা ভরে। ভূতে ধরলে অথবা দেবতায় ভর করলে ব্যক্তি-বিশেষের অস্বাভাবিক আচার-আচরণ দেখে বোঝা যায়। কিন্তু ফলশ্রুতি বোঝা দায়। এই বড়ির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। প্রশ্ন জাগে, স্বপ্ন যদি মিথ্যে হয় ট্যাবলেট আসে কোত্থেকে? অথবা ট্যাবলেটের অবস্থানের কথা রটে কিভাবে? এক্ষেত্রে স্বপ্নের সঙ্গে বস্তুর মিল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না স্বপ্ন যিনি দেখলেন তাঁকেই। সেই কারণেই এই ঘটনাকে হয়তো অঘটন বলা চলে। প্রায় পনের দিন হয়ে গেল, এর মধ্যে যে ক'হাজার লোক বড়ি খেলেন তার হিসেব কোনদিনই পাওয়া যাবে না। আর কতজন খাবেন কে জানে? আমার মনে হয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা না করেই শুধু গুজবের উপর নির্ভর করে এই পলিমাটির বড়ি খাওয়া ঠিক নয়।

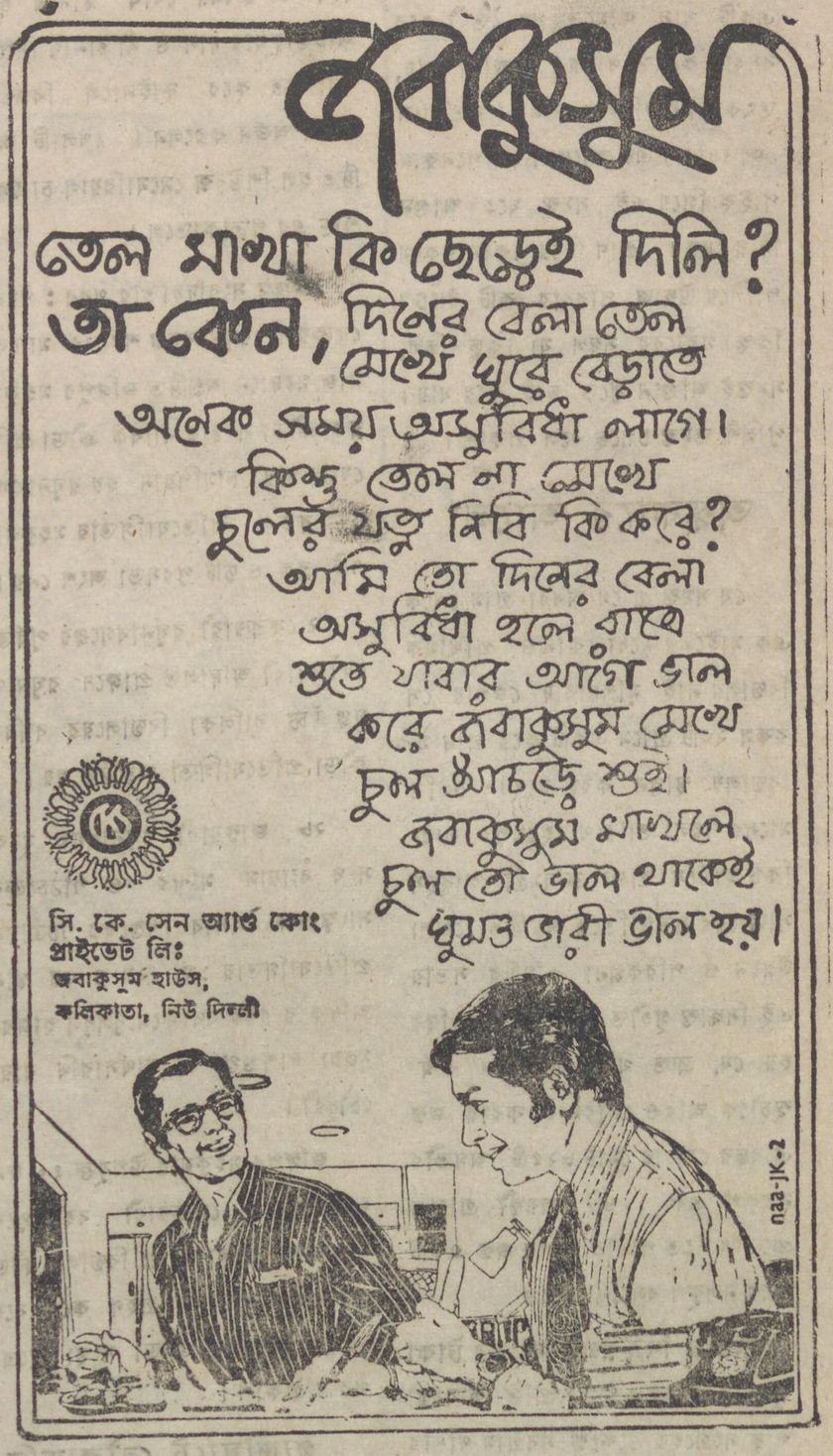

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭